অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডাগেণের সমন্বয়ে ২য় কোয়ার্টারে আয়োজিত অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতিঃ সরদার মহীউদ্দিন ,সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
সঞ্চালক: মোহা: জাহাঙ্গীর আলম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী
সভার মাধ্যম: জুম প্লাট ফর্ম
সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৮.১২.২০২৩ খ্রি. ও বেলা : ১১:৩০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট ''ক'' দেখানো হলো
সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। শুরুতেই তিনি জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী কে সভাটি সঞ্চালনা করার অনুরোধ করেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী সভায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সানজিদা খানম, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কে অনুরোধ করেন ।

১. সানজিদা খানম, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী সভায় উপস্থিত সকলকে APA এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ধারনা দেন। তিনি সিটিজেন চার্টারস এ উল্লিখিত সেবা সম্পর্কে যে কেউ অভিযোগ করতে পারবেন। তিনি আরও বলেন আপনারা অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

২. আড়ানী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সাধারন সম্পাদক শ্রী সুজিত বলেন, মৎস্যজীবী প্রত্যয়নের জন্য আবেদন করলে বাঘা মৎস্য অফিসের অফিস সহকারী ২০০০-৩০০০/= টাকা দাবি করেন। তিনি এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী বলেন আমরা অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩. হরিরামপুর, বাঘার মৎস্যজীবী মো: মোকতালিব বলেন, মৎস্যজীবী তয়েজ ও ওয়াদুদ অনুদান দেওয়ার আশ্বাসে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছে। তিনি এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী বলেন আমরা অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪. দূর্গাপুর, রাজশাহীর মৎস্যচাষী মো: বাচ্চু মিয়া বলেন, আমার পুকুরে ফাইটোপ্লাংক্টন ব্লুম হয়েছে, মাছ মারা যাচ্ছে। আমি ব্লিচিং পাউডার ও তুঁতে ব্যবহার করেছি, কিন্তু সমাধান হচ্ছে না।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী মহোদয় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর, রাজশাহীকে পুকুর পরিদর্শন করে উক্ত মৎস্যচাষীকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫. গোদাগাড়ী, রাজশাহীর মৎস্যজীবী মো: সোহরাব হোসেন বলেন, অত্র উপজেলায় কিছু মৎস্যজীবী মারা গিয়েছে ও কিছু ভুয়া মৎস্যজীবী রয়েছে, জেলে তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়ার অনুরোধ করেন।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী মহোদয় সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীকে নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা কমিটির মাধ্যমে জেলে তালিকা হালনাগাদ করে মৃত ও ভূয়া জেলের নাম প্রত্যহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৬.পুঠিয়া, রাজশাহীর মৎস্যচাষী মো: মেহেদী হাসান বলেন, পুকুর সংস্কারে বাধা, পুকুরের পানি সেচে বিদ্যুৎ এর লাইন না পাওয়া, বিদ্যুৎ এর বাণিজ্যিক রেটের কারনে মাছ চাষ করে লাভবান হতে পারছি না।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী মহোদয় বলেন, পুকুর সংস্কারে বর্তমানে কোন বাধা নেই, উপজেলা-জেলা হতে বিদ্যু বিভাগের সাথে সমন্বয় করা হবে, বিদ্যুৎ এর বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে কৃষিরেটের জন্য আলোচনা চলছে।

৭. দূর্গাপুর, রাজশাহীর মৎস্যচাষী বলেন, আমার পুকুর সংস্কারে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী মহোদয় বলেন, পুকুর সংস্কারে বর্তমানে কোন বাধা নেই, তিনি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর, রাজশাহীকে ইউএনও মহাদয়ের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৮. চারঘাট, রাজশাহীর মৎস্যচাষী মো: ইসমাইল হোসেন বলেন, মৎস্য আড়তে ডিজিটাল বালান্স নাই, এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী মহোদয় বলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চারঘাট, রাজশাহীকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৯. পবা, রাজশাহীর ইবনাত ফিডমিলের ম্যানেজার বলেন, নিজস্ব ল্যাবে প্রোটিন টেস্ট করলে চাষীরা বিশ্বাস করে না, তিনি রাজশাহীতে সরকারী ল্যাবরেটরি করার জন্য অনুরোধ করেন।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী মহোদয় বলেন নিজস্ব ল্যাবে প্রোটিন টেস্ট করে ঘোষনা দিতে হবে, অতপর সংশ্লিষ্ট মৎস্য অফিস উক্ত ফিড টেস্টের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

১০. তানোর, রাজশাহীর মৎস্যচাষী মো: আবুল হোসেন বলেন, মৎস্যখাদ্যের দাম বেশি, মাছের দাম কম হওয়ার কারনে মাছ চাষ করে লাভবান হতে পারছি না।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী মহোদয় বলেন, মৎস্যখাদ্যের প্রয়োজনীয় উপকরন যোগাড় করে সংশ্লিষ্ট মৎস্য অফিসের পরামর্শ নিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খাদ্যে তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেন।

১১. মোহনপুর, রাজশাহীর মৎস্যচাষী মো: সোহেল রানা বলেন, মাছচাষের জন্য সার পাচ্ছি না।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী মহোদয় সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে উপজেলা কৃষি বিভাগের সাথে কথা বলে সারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(সরদার মহীউদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ,
রাজশাহী